বিশ্বায়ন ও আফসার আমেদের গল্প

সোনালী দাস

অনুচিন্তন

স্বাধীনতা উত্তর কালের কথাকার রূপে আফসার আমেদ (১৯৫৯-২০১৮) একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। মুসলমান সমাজ ও পরিবারের অন্দরমহলের প্রত্যাশা, প্রত্যাখান, আলো, অন্ধকার, স্বপ্ন, হতাশা, বিষাদ নিজস্ব অবয়ব নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যে। নয়ের দশক থেকে আমাদের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে;এক কথায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিশ্বায়ন প্রবেশ করেছে। বিশ্বায়নের অভিঘাত আমাদের সমাজে ও জীবনে কতটা রূপান্তর ঘটিয়েছে তা আফসার আমেদের গল্পের সূত্রে আমরা আলোচনা করবো।

সূচক শব্দ : পণ্যায়ন, গ্রামের মফস্সলে রূপান্তর, প্রজন্মগত ব্যবধান, বিবিধ ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার, যৌথ পরিবার ভেঙে ছোট ছোট পরিবার, প্রযুক্তির সর্বৈব ব্যবহার, কেরিয়ারমুখী নতুন প্রজন্ম, কর্মজগতের ব্যাপ্তি ও নতুন নতুন পেশা, সম্পর্কের ক্ষণভঙ্গুরতা, গ্রামীণ লৌকিক সংস্কৃতিতে শহুরে সংস্কৃতির আগ্রাসন, ডিপ্রেশন।

দেশের জাতীয় সীমান্তকে অতিক্রম করে পণ্যসামগ্রী, সেবা, মানুষ ও তথ্যের চলমানতাকে বিশ্বায়ন নামে অভিহিত করা হয়।[১] বিশ্বায়ন শব্দটি ইংরেজি Globalization-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনেকে এর প্রতিশব্দরূপে ভুবনায়ন, গোলকায়ন ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার করে থাকেন। সম্পূর্ণ শব্দটি হল Economic Globalization. বিশ্বায়ন শব্দটি অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বিশ শতকের নয়ের দশকে বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, প্রযুক্তির উন্নতিসাধন এবং অর্থনৈতিক নীতিসমূহের পরিবর্তনের সঙ্গে বিশ্বায়ন গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরবর্তীকালে ভারতসহ বহু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আমদানি কর বৃদ্ধি করে। এছাড়াও এই সমস্ত দেশগুলি বহু জিনিসেরই আমদানি বন্ধ করে দিয়েছিল এবং সেগুলি চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করে। উন্নত দেশগুলি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে গ্যাট চুক্তি সংশোধন করে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা। এই সংস্থার নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিটা দেশের বাজার প্রতিটা দেশের জন্য উন্মুক্ত ও অবাধ হয়ে যায়। সমগ্র বিশ্ব পরিণত হয় একটি বাজারে। এই বাজারায়নকেই বিশ্বায়ন নামে অভিহিত করা হয়। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন মেটানোর মূর্ত ও অমূর্ত সমস্তরকম দ্রব্যসামগ্রী এই বাজারে পাওয়া যায়। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে অর্থনৈতিক উদারনীতি গৃহীত হয়। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার ভারতকে দেউলিয়া রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। এরপরে ভারতের পি ভি নরসিমা রাও সরকার ও অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং দেশের অর্থ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। নতুন গৃহীত নীতিগুলির মধ্যে ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বাজারকে উন্মুক্ত করে দেওয়া, নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ, বেসরকারিকরণ চালু করা, কর ব্যবস্থার সংস্কার, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ ইত্যাদি। এরপর থেকে দেশের সামগ্রিক উদারীকরণ দেশের শাসক দল নির্বিশেষে প্রায় একই রকম থাকে।[২]

বিশ্বায়নের কাছে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় মানুষরূপে নয়, শুধুমাত্র ক্রেতা বা উপভোক্তা হিসেবে। বিশ্বায়নের দুনিয়ায় মানুষের মনুষ্য পরিচয় লুপ্ত হয়ে তার একমাত্র পরিচয় হয়ে উঠেছে ক্রেতা। বিশ্বায়িত সমাজ জীবনে হৃদয়,

গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়

বিবেক, চেতনা, মূল্যবোধ, ভাব, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, শরীর, সম্পর্ক, সংস্কৃতি, আনন্দ;সব কিছুই হয়ে উঠেছে পণ্য। মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সম্পর্কের চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে এই পণ্য। পণ্যের প্রস্তাবনা, পণ্যের বিনোদন এবং পণ্যমালিকানার রাজনীতি থেকে জাত পণ্যায়নের রূপকথা সবচেয়ে বেশি ধ্বংস করে দিচ্ছে মধ্যবিত্তের মন, মনন এবং মানসিকতা। এর ফলে আপাতভাবে উচ্চবিত্তের সঙ্গে মধ্যবিত্তের জীবনাদর্শের পার্থক্য কমে আসছে এবং বিপরীত দিকে নিম্নবিত্তের সঙ্গে মধ্যবিত্তের দূরত্বের সীমা ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে।

আমাদের দেশে অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের ওপর ভর দিয়ে। আমাদের প্রতিদিনের যাপনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে বিশ্বায়নের উন্মুক্ত বাজার থেকে আসা কালার টিভি, ফ্রিজ, ওয়াসিং মেশিন, মাইক্রো ওভেন, স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, দু চাকা কিংবা চার চাকার গাড়ি। এই সমস্ত ভোগ্যপণ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনধারাকে অনেকটাই বদলে দিয়েছে। বিগত তিনটি দশক জুড়ে এই ভোগ্যপণ্যমুখী সংস্কৃতি প্রচারের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে দূরদর্শন। দূরদর্শনের মধ্যেও এসেছে 'বহুজাতিক চ্যানেল', আজকের দিনে টিভি শুধু রঙিনই নয়, তা হয়ে উঠেছে LSD কিংবা LED মডেলের Smart TV। পশ্চিমী সংস্কৃতির আগ্রাসী প্রভাবে সিরিয়াল, রিয়ালিটি শো, সংবাদ চ্যানেলগুলির বিতর্ক সভাই যেন আমাদের সাংস্কৃতিক বোধ নির্মাণ করে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে হলিউডের পথ বেয়ে আমাদের যাবতীয় শিল্পকলাতে যৌনতা ও হিংস্রতাই প্রধান হয়ে উঠছে। মল, মাল্টিপ্লেক্স, শপিংমল মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিকে ভোগ্যপণ্যমুখী করে তুলতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব কিছুই হয়ে উঠেছে পণ্য। তাই বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলি শহর ছাড়িয়ে মফস্সলকেও গ্রাস করে নিচ্ছে।

সাহিত্য সময়ের চিহ্নকে নিজ অঙ্গে ধারণ করে এগিয়ে চলে। বিশ শতকের নয়ের দশক এবং একুশ শতকের প্রথম দুটি দশকে সৃষ্ট সাহিত্যে অবশ্যম্ভাবী ভাবে বিশ্বায়িত মানুষ ও সমাজের কথা উঠে এসেছে। কথাশিল্পী আফসার আমেদের লেখালিখির শুরু বিশ শতকের আটের দশকে। তাঁর প্রথম দিককার লেখায় গ্রামের মুসলমান সমাজ ও সেই সমাজে নারীর বঞ্চিত নিপীড়িত অবস্থানই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে নয়ের দশক ও একুশ শতকের প্রথম দুটি দশক জুড়ে নির্মিত তাঁর গল্প ও উপন্যাসের ধৃ-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে বিশ্বায়ন ও তার অভিঘাত। বিশ্বায়নের পূর্ববর্তী সময় আর তার পরবর্তী সময়কালের মধ্যে বিস্তর রদবদল ঘটে যায়। বিশ্বায়ন আমাদের সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন সাধন করল সেগুলি হল; গ্রামের মফস্সলে রূপান্তর, পূর্ববর্তী প্রজন্মের সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের দূরত্ব, যৌথ পরিবারের পরিবর্তে ছোট ছোট পরিবার, কেরিয়ারমুখী নতুন প্রজন্ম, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের রমরমা, প্রযুক্তির সর্বৈব ব্যবহার, ফ্ল্যাট কালচার, প্রোমোটাররাজ, বিবিধ নতুন নতুন পেশা, মানুষের নিজেকে পণ্য হিসেবে দেখনদারি, মাত্রাহীন পরিবেশ দূষণ, লৌকিক সংস্কৃতিতে শহুরে সংস্কৃতির আগ্রাসন, বাংলা চলচ্চিত্র ও বাংলা গানের বিশ্বায়ন এবং সেই সঙ্গে মানুষের মনের গভীর অসুখ ডিপ্রেশন ইত্যাদি। বিশ্বায়ন জনিত এই সমস্ত বদল ও সেই বদলের সম্ভাবনাগুলিকে আফসার আমেদ তাঁর গল্পে কেমনভাবে রূপায়িত করেছেন তা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বিশ্বায়িত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সমীকরণ বদলে গেল। সম্পর্কের স্বাধীনতা, ভঙ্গুরতা, সম্পর্কের নিঃসঙ্গতা, সম্পর্কশূন্যতা এই যুগের বৈশিষ্ট্য। আফসার আমেদের 'পাগলের জবানবন্দী' গল্পে দেখা যায় আনিস নিজের স্ত্রী সালমা ও ছেলে মেয়েকে ছেড়ে কলকাতায় চল্লিশোর্ধ্ব খালেদার সঙ্গে তার ফ্ল্যাটে থাকতে চায়।

মনের মধ্যে এই ভাবনা নিয়ে গ্রামের বাড়িতে স্ত্রী ও সন্তানদের সান্নিধ্যে এসে সে তৃপ্ত হয় না। স্ত্রী সালমার সঙ্গে তার সম্পর্কের অভিব্যক্তিকে গল্পকার এইভাবে প্রকাশ করেছে;

> "সে দুই হাত দিয়ে সালমাকে আদর করতে থাকে। আবার এই দুই হাতের দশ আঙুল সালমার নরম গলাটার কাছে এসে নিশপিশ করে। তার আঙুলগুলো চাইছে, শ্বাসরোধ করে সালমাকে মেরে ফেলতে।"[৩]

আনিস আসলে সালমার সঙ্গে তার সম্পর্ককে হত্যা করে খালেদার সঙ্গে নতুন সম্পর্কের সঙ্গী হতে চাইছে। একুশ শতকের নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের কাছে প্রেমের সম্পর্ক খুবই ক্ষণস্থায়ী। প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়ের কাছে সম্পর্কের মূল্য বেশি নেই, তা এতই পলকা, যেকোন মুহূর্তেই সম্পর্কের মৃত্যু ঘটতে পারে। আবার শুধু প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নয় বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যেও অ্যাডজাস্টমেন্টের সমস্যার কারণে ডিভোর্স খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। 'ধস' গল্পে আফসার দেখিয়েছেন অর্ণবের সঙ্গে তার স্ত্রী স্বাগতার ডিভোর্স হয়ে গেছে এবং তারপর তারা আলাদা আলদা বাড়িতে দিন যাপন করে।

বিশ্বায়নের বিবিধ ভোগ্যপণ্য শহর ছাড়িয়ে মফস্‌স্বল অতিক্রম করে প্রত্যন্ত গ্রামজীবনেও পৌঁছে গেছে। বিশ্বায়নজাত বিবিধ ভোগ্যপণ্য যেমন 'টেলিফোন', মোবাইল ফোন, রঙিন টিভি, কেবল, সিডি, ভিসিডি, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, সোশাল মিডিয়া, ফ্রিজ, বক্সখাট, টিভি সিরিয়াল, রিয়ালিটি শো;সবকিছুই জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। আফসার আমেদ 'কুড়ি বছর' গল্পে প্রতিবেশীর বাড়িতে টিভি সিরিয়াল দেখাকে কেন্দ্র করে এক নারীর ধুলো ধূসরিত চাপা পড়া মনের ছবি এঁকেছেন। প্রতিবেশী সুভাষ সেনরা তিন মাস টিভি কিনেছে। বিনতা তার তিন ছেলে-মেয়ে নণ্টু, বিল্টু, রিনিদের নিয়ে দল বেঁধে সুভাষ সেনেদের বাড়ি টিভি দেখতে যায়। ছেলে-মেয়েদের টিভি দেখার লোভের থেকে তার নিজের টিভি দেখার লোভ কোন অংশে কম নয়, বরং বেশিই। কিন্তু নিজের ইচ্ছেটা সে গোপন রাখে। পাশের বাড়িতে টিভি দেখতে যাওয়ার প্রস্তুতি সে আগে থেকেই নেয়;

> "রান্না বান্না এগিয়ে রাখতে হয়। আর পাশের বাড়িতে যেতে গেলেও একটু ধোয়া পরিষ্কার শাড়ি পড়তে হয় তাকে, একটু পরিচ্ছন্ন ব্লাউজ পরে। তলে তলে গভীর বদল হতে শুরু করেছে।"[৪]

টিভিকে কেন্দ্র করে বিনতার মনের পরিবর্তন ঘটে যায়। শুধুমাত্র সংসারের ঘেরাটোপে সে আর আবদ্ধ থাকতে চায় না। স্বামী নবকৃষ্ণর সঙ্গে তার মানসিক দূরত্ববোধকেও সে অনুভব করতে থাকে। অন্যদিকে আবার টিভি দেখাকে কেন্দ্র করে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তার নতুন বন্ধুতা তৈরি হয়েছে। সেখানে অনেক নতুন নতুন কথা বলার মত পরিসর নির্মিত হয়েছে।

বিশ্বায়িত জীবনে মোবাইল ফোন আমাদের যাপনের একটি অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আমাদের কোন আত্মীয় পরিজনের আসতে দেরি হলে আমরা তৎক্ষণাৎ তাকে মোবাইলে ফোন করে জেনে নিতে পারি তার বিলম্বের কারণ। বিশ্বায়নের পূর্বকালে যখন মোবাইলের প্রচলন ছিল না তখন মানুষ তার আত্মীয়ের আসার অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকত। কিন্তু আজকাল সবকিছুতে মোবাইলের ব্যবহার মানুষের আগেকার ধৈর্যশীল ও অপেক্ষমান মনকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। আফসার আমেদের 'মজলিশে মৃত্যু বিষয়' গল্পের কথক সবসময় মোবাইলের ব্যবহার পছন্দ করেন না;

> "মোবাইলে সুন্দরকে ধরব? যখন আসে আসুক। সব কিছুতে মোবাইলের ব্যবহার পছন্দ করছি না

> আজকাল। এ যন্ত্রটা একটু বেশি পীড়াদায়ক। অপেক্ষা বোঝে না, অপেক্ষার ভেতর কল্পনাকেও বোঝে না, জন্মাতে দেয় না। ইদানীং হুট কথায় মোবাইলের বাতিক আমরা ত্যাগ করেছি।"[৫]

এই গল্পের সংবেদনশীল কথক ও তার বন্ধুরা মোবাইলের সংসর্গ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

বিশ্বায়ন পূর্ববর্তীকালে আমাদের বাসস্থান ছিল বাড়ি। কিন্তু বিশ্বায়নের অভিঘাতে আমাদের বাসস্থান সংক্রান্ত ধারনার ক্রমশ পরিবর্তন ঘটে গেল। বাড়ি থেকে ফ্ল্যাট (Flat) হয়ে উঠল আমাদের আশ্রয়স্থল। বাড়ির একচিলতে উঠোনের গাছ-গাছালি, বাড়ির ছাদ থেকে দেখা চাঁদ, সূর্য সব কিছুর সঙ্গেই একটা মাটির গন্ধ মিশে ছিল, ছিল একটা নিজস্বতার ঘ্রাণ। কিন্তু নয়ের দশক থেকেই আমরা দেখতে পাই সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষেরা সেই মাটির টান ছেড়ে গগনচুম্বী অট্টালিকার দু-কামরা কিংবা তিন কামরার ফ্ল্যাটে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর থেকেই একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভাঙতে শুরু করেছিল আর বিশ্বায়নের ধাক্কা এসে সেই ভাঙনকে শেষ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। আর এই একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যে টুকরো টুকরো ছোট ছোট পরিবার (Nuclear family) গড়ে উঠল তাদের আশ্রয় হল ফ্ল্যাট। আফসার আমেদ ফ্ল্যাটে বসবাসকারী আত্মমুখী মানুষদের ছবি এঁকেছেন তাঁর 'পাগলের জবানবন্দী', 'সুধা অ্যাপার্টমেন্ট', 'অন্ধকার স্টেশন', 'ধস', 'মানচিত্র', 'মজলিশে মৃত্যু বিষয়' গল্পে। 'পাগলের জবানবন্দী' গল্পে দেখা যায় আনিস তার স্ত্রী সালমা ও দুই সন্তানকে ছেড়ে খালেদার ফ্ল্যাটে তার বসবাসের সঙ্গী হতে চায়। 'অন্ধকার স্টেশন' গল্পে গল্পকার সাম্প্রতিককালের ফ্ল্যাটে বসবাসকারী আত্মমুখী মানুষদের বিপরীতে ষাটোর্দ্ধ মনোময়বাবুর কথা শুনিয়েছেন। তার অফিসের অন্যান্য অফিসারেরা অবসরের পরে অনেকেই সল্টলেক কিংবা টালিগঞ্জের দিকে ফ্ল্যাট নিয়েছেন। কিন্তু তিনি কোনোদিন বাড়ি ছেড়ে ফ্ল্যাটের জীবনের অংশ হতে চাননি;

> "হাওড়ার কেরি রোডের বাবার আমলের পুরনো দোতলা বাড়িতেই থাকছে মনোময়। ফ্ল্যাটের জীবন সে চায় নি। একটু পায়ের তলায় মাটি থাকবে, ওপরে আকাশজোড়া ছাদ থাক, তাতে নিশ্বাস নেয়া সহজ হবে বলে অন্য কোথাও যায়নি।"[৬]

আসলে শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি বিজড়িত যে বাড়িতে বাবা- মায়ের ঘ্রাণ লেগে থাকে, যেখানে প্রাণ খুলে স্বস্তির নিশ্বাস নেওয়া যায় সেখান থেকে মনোময়বাবু ছিন্নমূল হতে চান না । 'ধস' গল্পে আফসার আমেদ বাবা-মা এমনকি স্ত্রী ও সন্তান বিচ্ছিন্ন অর্ণবের একাকী ফ্ল্যাটে জীবনযাপনের কথা শুনিয়েছেন। অর্ণব কিন্তু পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে একা থাকার আরাম অনুভব করে;

> "কাজের মেয়ে সকালে রান্না করে দিয়ে যায়। দুবেলা খায় অর্ণব। গ্যাস জ্বালাতে পারে। ফ্রিজের খাবার গরম করতে পারে। ইচ্ছে করলে নিজের চা নিজেই বানাতে পারে।"[৭]

কোন আত্মীয় পরিজনের সংসর্গ নেই বলে অর্ণবের জীবনে কোন দুঃখ নেই, বরং সে একা থাকার আরাম ও আনন্দে মেতে থাকে।

প্রজন্মগত ব্যবধান আমাদের সমাজে ইতিপূর্বেও ছিল কিন্তু বিশ্বায়নের আবির্ভাবে এই প্রজন্মগত দূরত্ব বহুগুণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তির নতুনত্বকে বর্তমান প্রজন্ম যত তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করে নিয়েছে পূর্ববর্তী প্রজন্ম ততটা গ্রহণ করতে পারে নি। এর ফলে প্রযুক্তিগত দিক দিয়েও দুই প্রজন্মের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। আবার পূর্ববর্তী

প্রজন্মের সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও বহু যোজন তফাৎ দেখা যায়। কথাকার আফসার আমেদ তাঁর 'আয় রে সোনা চাঁদের কণা', 'এলাটিং বেলাটিং সই লো', 'মজলিশে মৃত্যু বিষয়' গল্পে প্রজন্মগত ব্যবধানের কথা উপস্থাপন করেছেন। 'আয় রে সোনা চাঁদের কণা' গল্পের কথক অফিস থেকে ফিরে মায়ের ঘরে গল্প শুনতে যায় না অথচ ওপরের ঘরে তিন প্রবীণের সঙ্গে আড্ডায় সে সামিল হয়। গল্পের কথকের সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব এসে গেছে;

> "কতকাল মায়ের কাছে যাওয়া হয়নি। প্রতিদিন তো অফিসফেরতা দোতলায় উঠে গিয়ে মন্দ্রাকান্তার কুক্ষিগত হই। এমন মায়ের অদর্শনে মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে, বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে। তো আজ যাই। কিন্তু যাওয়ার অভ্যেস নেই বলে যেতে পারি না। দরজাটা ঠিকঠাক খুঁজে পাই না।"[৮]

আসলে মা ও সন্তানের মধ্যে সম্পর্কের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই কথক আর সেই দরজা খুঁজে পান না, যেটা দিয়ে অনায়াসে মায়ের কাছে পৌঁছানো যেতে পারতো। 'মজলিশে মৃত্যু বিষয়' গল্পে দেখা যায় প্রায় ছুটির দিনে রচয়িতার বাড়িতে যে আড্ডা জমে সেখানে তার অসুস্থ বৃদ্ধ বাবা শ্যামসুন্দরবাবুর কোন সংস্রব থাকে না। তাদের আড্ডাগুলো এই বৃদ্ধ মানুষটিকে ছাড়াই জমে ওঠে;

> "আমরা মনেই করি না কখনো একজন অসুস্থ আর বুড়োমানুষ এই ফ্ল্যাটের অন্য ঘরে মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন। আমাদের যেমন আড্ডা জমার তেমনই জমে। আর আমি এখন এই মুহূর্তে শ্যামসুন্দরবাবুর ঘরে উঁকি দিয়ে আড্ডার ঘরে বসে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আড্ডার জন্য।"[৯]

বর্তমান প্রজন্ম এতটাই ভাবলেশহীন, স্বার্থপর, মায়ামমতাহীন ও উদ্দাম যে অসুস্থ মানুষের প্রতি তাদের সামান্য মানবিক আচরণটুকু প্রকাশ পায় না।

বিশ্বায়িত যুগের নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা অনেক বেশি কেরিয়ারমুখী। আজকের দিনের ছেলে মেয়েদের বেশি আকর্ষণ করে বিভিন্ন সংস্থার কেরিয়ারমুখী কোর্স। যেকোন বাস স্ট্যান্ড কিংবা রেল স্টেশনে শত শত কেরিয়ারমুখী কোর্সের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। আফসার আমেদের 'এলাটিং বেলাটিং সই লো' গল্পে বারাসাতের বিপিও (Business Process Outsourcing) কেন্দ্র ও সেখানকার চাকরিমুখী কোর্সের কথা এসেছে। এই ধরনের কোর্সগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই কেন্দ্রের রিসেপশনিস্ট তানিয়ার অভিব্যক্তি;

> "কিন্তু তানিয়া যেটুকু বুঝতে পারে এই অল্পবয়সি বউটা এখানের একটি কোর্সে ভর্তি হতে চায়; তেমন কোন কোর্স করলে বিগ বাজার, শপিংমল এসব জায়গায় চাকরি পেতে পারে।"[১০]

নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কাজকর্ম করতেও আগ্রহী এবং সে কারণে এই সব কেরিয়ারমুখী কোর্সগুলি একুশ শতকের সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

বিশ্বায়নের যুগে মানুষের কর্মক্ষেত্রের ব্যাপ্তি ঘটেছে। বিভিন্ন বিপিও, কলসেন্টার, শপিংমল, প্রাইভেট ফার্ম, কর্পোরেট সেক্টর বা আইটি সেক্টর, পাবলিক স্কুল, নার্সিংহোম ইত্যাদি বেসরকারি ক্ষেত্রগুলি মানুষের জীবীকার উৎস হয়ে উঠেছে। আফসার আমেদের 'আশ্চর্য সাক্ষাৎকার' গল্পে দেখা যায় মৌমিতা আর শ্যামাঙ্গী দুজনেই সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে

আইটি সেক্টরে কাজ করে। বিশ্বায়নের কারণে মানুষের পেশার জগতে যে পরিবর্তন এসেছে তার কথা আফসার আমেদ তাঁর সৃষ্টিতে দেখিয়েছেন। তাঁর 'খাঁচার পাখি' গল্পেও দেখা যায় সাহেবের পূর্ব প্রেমিকা রজনী আইটি সেক্টরে কাজ করে;

> "রজনী এখন জেগে থাকতে পারে। আইটি-তে চাকরি করে। রজনী খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাদের প্রেম হয়েছিল একদিন। পাঁচমাস আগে বলল, প্রেমিক প্রেমিকা হয়ে থাকতে চাই না, বন্ধু হয়ে থাকতে চাই। ইচ্ছে বিদেশ পারি দেওয়ার। মেনে নিল সাহেব, রজনীর এই প্রস্তাবকে।"[১১]

রজনীর কাছে সম্পর্কের থেকে কেরিয়ারের মূল্য বেশি, সে কারণে সে সাহেবকে ছেড়ে বিদেশে চলে যেতে চায়। আবার 'একা এবং একা' গল্পে প্রাইভেট ফার্মের কাজের চাপের কথা আছে। যেখানে দেখা যায় রাহুলকে সামান্য বেতনে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করতে হয়।

আমাদের সমাজ, জীবন ও সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই বিশ্বায়নের আগ্রাসন লক্ষ করা যায়। বাংলার লোকনৃত্য ছৌতেও যে বিশ্বায়নের ছোঁয়া লেগেছে তা জানা যায় তাঁর 'ভেতরের অশ্রু' গল্পে। এখানে দেখা যায় গ্রামের ছৌ ও রণপা নৃত্যের শিল্পীদের মধ্যেও শহুরেপনার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছে। তারাও শহরের শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্যের গান শুনতে প্রবল উৎসাহ প্রকাশ করে;

> "এমন শহুরেপনার দিকে এত ঝোঁক গ্রামের মানুষদের? যেখানে তারা নিজেরাই ছৌ ও রণপা নৃত্যের শিল্পী। লোকশিল্পকে ধরে রেখেছে ভাত কাপড়ের মতো। বুঝতে পারল, সব মিডিয়ার জোরে হচ্ছে। মিডিয়ার থাবা গ্রামের ঘরে ঘরে থালা বাসনে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।"[১২]

প্রত্যন্ত গ্রামজীবনেও মিডিয়ার প্রভাবে শহুরে সংস্কৃতির প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। রেডিও, টিভি, ভিসিডি প্রত্যন্ত গ্রাম জীবনেও পৌঁছে গেছে।

বিশ্বায়ন আমাদের সমাজে বয়ে এনেছে এক বড় অসুখ;যার নাম ডিপ্রেশন। মানুষ যত মানুষের সঙ্গে না মিশে প্রযুক্তির হাতে নিজেকে বন্দী করতে থাকল তত বেশি করে সএকা হয়ে যেতে লাগল। মানুষ যত মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট ও সোশাল মিডিয়ায় অবসর যাপন করতে থাকে ততই মানুষের সঙ্গে মানুষের মানবিক সম্পর্কের ছেদ ঘটতে থাকে। আফসার আমেদের 'অর্থহীন কথা বলার নির্ভরতা' গল্পে এই সামাজিক অসুখের কথা এসেছে। এই গল্পে দেখা যায়;

> "বাবা মা ব্যস্ত ডাক্তার। কী ঝকঝকে তাজা যুবক, বয়স একুশ, একদিন ঝুলে পড়ল সিলিং ফ্যানে। প্রমিতা বলেছিল, সামাজিক কোন অসুখ তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।"[১৩]

ডিপ্রেশনের কারণেই ছেলেটাকে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়।

বিগত তিনটি দশক জুড়ে বিশ্বায়ন আমাদের সমাজে, যাপনে ও মননে যে পরিবর্তন সাধন করেছে কথাকার আফসার আমেদ সেই পরিবর্তনের স্পন্দনকে তাঁর গল্পে রূপায়িত করেছেন। সেখানে যেমন গ্রামের চরিত্র বদলে মফস্সলে রূপান্তর, প্রযুক্তি সর্বস্বতায় বন্দী মানুষের কথা এসেছে তেমনি পণ্যসর্বস্ব দুনিয়ায় মানুষের অসহায়ত্ব ও একাকিত্বকেও তিনি নির্মাণ করতে চেয়েছেন। বিশ্বায়ন একটি অনন্ত সম্ভাবনাময় প্রক্রিয়া, যার সূচনা ঘটেছে বিশ শতকের নয়ের দশকে কিন্তু এর সমাপ্তি কবে ঘটবে আমরা জানি না। বিশ্বায়ন এখনও ঘটমান বর্তমান (Present

Continuous) রূপে বিরাজমান, কবে ঘটমান অতীত (Present Perfect Continuous) হবে কেউ জানে না। তাই ভবিষ্যতে বিশ্বায়নের প্রভাব আমাদের সমাজে ও জীবনে আরও অনেক বদল ঘটাবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে আফসার আমেদের গল্পে আমরা বিশ্বায়নের যে অভিঘাত ও তার ছোঁয়া পাই সেখানে বিগত তিন দশকের মানুষের মন, মেজাজ ও মনোবীজের পরিবর্তনশীলতাকে অনুভব করা যায়।

তথ্যসূত্র :

১। হাসানুজ্জামান চৌধুরী (অনুবাদ ও ভূমিকা), 'বিশ্বায়ন বিস্তার ও বিরোধ', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৬, পৃ. ১৯

২। https-// bn.m.wikipedia.org/ wiki/ %E0%A 6%AD%E 0%A6%BE %E0%A6%A 4%E0%A 7%87_% E0%A6% 85%E0% A6%B0% E0%A7%8D %E0%A6 %A5%E0%A 6%A8%E 0%A7%88 %E0%A6% A4%E0%A6 %BF%E0 %A6%95_% E0%A6% 89%E0%A 6%A6%E0 %A6%BE %E0%A6 %B0%E0 %A7%80% E0% A6%95% E0%A6%B0% E0%A6%A3 তারিখ ১.১. ২০২২ , সময় ১৫ : ৩০ ।

৩। আফসার আমেদ, 'সেরা ৫০ টি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ. ২২৯

৪। আফসার আমেদ, 'সেরা ৫০ টি গল্প', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

৫। আফসার আমেদ, 'খুনের অন্দরমহল', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, পৃ. ৯৭

৬। আফসার আমেদ, 'সেরা ৫০ টি গল্প', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৭

৭। আফসার আমেদ, 'আমার সময় আমার গল্প', পুনশ্চ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৮, পৃ. ১৯৩

৮। আফসার আমেদ 'সেরা ৫০ টি গল্প', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০

৯। আফসার আমেদ, 'খুনের অন্দরমহল', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

১০। আফসার আমেদ, 'সেরা ৫০ টি গল্প', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০

১১। আফসার আমেদ 'সেরা ৫০ টি গল্প', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৭

১২। আফসার আমেদ, 'খুনের অন্দরমহল', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

১৩। আফসার আমেদ, 'সেরা ৫০ টি গল্প', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬

আকর গ্রন্থ

- আফসার আমেদ। 'আমার সময় আমার গল্প'। পুনশ্চ। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৮।
- আফসার আমেদ। 'সেরা ৫০ টি গল্প'। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১২
- আফসার আমেদ। 'খুনের অন্দরমহল'। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬।
- সহায়ক গ্রন্থ
- অমিয়কুমার বাগচী (সম্পা.)। 'বিশ্বায়ন ভাবনা ও দুর্ভাবনা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। ন্যাশানাল বুক এজেন্সি। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০২।
- জহর সেনমজুমদার। 'নিম্নবর্গের বিশ্বায়ন'। কলকাতা। পুস্তক বিপণি। প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৭।
- সমীর বসু(সম্পা.)। 'বঙ্গসংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন'। পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ। কলকাতা। জানুয়ারি ২০০৪।
- হাসানুজ্জামান চৌধুরী (অনুবাদ ও ভূমিকা)। 'বিশ্বায়ন বিস্তার ও বিরোধ'। জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ। ঢাকা। প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৬।